প্রকাশক : শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায়
নবার্ক
ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

মুদ্রক : কনকপ্রভা বসু
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওআর্কস
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

কোন ঠিকানায় দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে প্রায় মানুষের মনে চুম্বকশক্তির মতো কিছু আকর্ষণ কাজ করে, হয়তো অজান্তে মঞ্চস্থ হয় এক মায়ার খেলা ; কবিতায় বসবাসে সেরকমই অদৃশ্য কিছু ঘটে যায় যার প্রতিক্রিয়ায় কখনো তীব্র অনীহাতেও কবি শব্দমুকুরে নিয়ত পরিবর্তনশীল নিজস্ব প্রতিবিম্ব দেখার ইচ্ছা পোষণ করে। উনিশ-শো তেষট্টি থেকে উনিশ-শো পঁচাশীর এই সময় পর্যন্ত এভাবে এসেছে 'সন্ধ্যার জানালা' থেকে এই কবিতা-সংকলন 'প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে'।

কেউ গড়ে কেউ ভাঙে, যে গড়ে সে-ও ভাঙে। প্রকৃতপক্ষে লৌকিক অলৌকিক স্বর্গের অস্তিত্ব ভাঙাগড়ায়। তীব্র ভালোবাসায় ও বেদনায় মূল জীবনের মাটি থেকে যে সৌধ উঠে আসে, ছুঁতে চায় স্বর্গ,—তারও।

'স্থিতাবস্থা ভাঙো' কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী উনিশ-শো আশি থেকে উনিশ-শো পঁচাশী কালান্তরে নামী অনামী নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা থেকে বাছাই করে এই কবিতা-সংকলন। গ্রন্থের নামকরণ থেকে অন্তর্গত কবিতার নির্বাচন ব্যাপারে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবাদপ্রতিম সত্তরের যুবক-কবি শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে যে ঋণে আবদ্ধ তা পরিশোধের ব্যর্থ প্রয়াসে এই কাব্যগ্রন্থ এবং একটি কবিতা তাঁকেই নিবেদিত।

প্রসঙ্গত স্মরণ করি আমার স্বজন, প্রিয়বন্ধু, অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের যাঁদের আগ্রহাতিশয্য প্ররোচিত করেছে এই গ্রন্থ-প্রকাশে। যাঁর প্রেরণা ও প্রশ্রয় সর্বাধিক, আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য ভূমিকাও কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করি। বইটির অনুপম প্রচ্ছদ অঙ্কন ক'রে ধ্রুপদী-শিল্পী শ্রী অপরূপ উকিল, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। এই সূত্রে আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখার শ্রমসাধ্য সহিষ্ণুতার জন্য কল্যাণীয়া মমতা চাকীকে এবং 'নবার্কে'র সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মতি মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

সত্তরের যুবক-কবি

শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

লোহা

সমস্ত রাত চাঁদ ছিল না, কেবল লোহা ছিল
লোহার থেকে চাঁদের মতো জ্যোৎস্না ঝরেছিল
আগুন আগুন জ্যোৎস্না আমায় পুড়িয়ে মেরেছিল।

তখন ছিল চরাচরে ফুলের বনে প্রেম
প্রেমের পীঠস্থানে এখন শ্রমের কাঁচা হেম
শ্রমের পরে স্বপ্ন থাকে ভুলেই গেছিলেম।

লোহার ভিতর তৃষ্ণা ছিল, অনুরাগের ছল
মানচিত্রে যেমন সাগর একান্ত নির্জল
কুসুম ভেবে আগুন ছুঁয়ে পতঙ্গ চঞ্চল।

খেলা

ঝাঁপির ভিতর থেকে উঠে আসে কারা
কার সুরে কে বাজায় মোহন মুরলী
আমিও যে মাথা নাড়ি, নড়ে চড়ে উঠি
প্রতিধ্বনি আমাকে জাগায়
ও কি তবে সাপুড়িয়া, দূরে যার কুঠি
নাকি দানবের
প্রাচীর রেখেছে ঘিরে বসন্তের দিন
বই থেকে মুখ তুলে একদিন বলেছিল কেউ
সে কি কোন ভাবুক বালক
বলেছিল……, সে-কাহিনী জানি
আরো জানি, আছে কিছু গভীর বেদনা
যেন আলো ছাড়া বায়ু ছাড়া প্রজাপতি ছাড়া
ফুল ছুঁতে আর কারো অধিকার নেই
বসন্তের উদ্যানে যে বাজায় মোহন মুরলী
তার অই ঝাঁপি নাকি, অহোরাত্র ডাকে
প্রতিধ্বনি আমাকে জাগায়
প্রতিধ্বনি শুনে মাথা নাড়ি
শরীর দোলাই।

যে খেলাই সাপুড়ে দেখাক
আমায় দেখাতে হবে খেলা
আমাদের নড়াচড়া ইচ্ছাগুলি নিয়ে
আমাদের জন্মদিন মৃত্যুদিন নিয়ে
স্বপ্ন নিয়ে প্রেম নিয়ে যন্ত্রণাকে নিয়ে,
আরো যা দেবার থাকে সব
এমনকি শেষ বিন্দু রক্তটুকু নিয়ে।

তুমি

আজো কি মনে আছে কবে সে এসেছিল
একাকী পাখি সেই জারুল শাখাটিতে
হলুদ আলো ঝরে এমনি অবেলায়
কে যেন কারো বুকে স্বপনে কেঁদেছিল।

তোমার টিয়া নাকি অথবা হিয়া সেই
জারোয়া তীর ঝাঁকে সহসা ছুটে এসে
বুকে যে বিঁধেছিল, তুমি তো কাছে ছিলে
তৃতীয় সিঁড়িটিতে গোলাপী ঠোঁটে হেসে।

সেসব পিরামিডে এখন ম্যমি খুঁজে
কেন বা অভিশাপ দু'হাত পেতে নেবো
নদী কি নেমে এলে উৎসে যায় ভুলে
লাজুক পাখিটার কথাটা পরে ভেবো।

এখনো যদি চাঁদ-কাবুলী ফেলে ছায়া
এখনো যদি ঝাউ সাগর-নুন মাখে
কী হবে বালি খুঁড়ে, অনেক দূরে জল
অনেক দূরে সাপ, সাপুড়ে বৃথা ডাকে।

পাথর ভাঙছে

পাথর ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে
প্রতিদিন আমি ফুল ফুটতে দেখি
বাগানে ফুল
কোয়ারিতে পাথর
সোনালি রোদে উড়ে আসছে প্রজাপতি
ছুটে আসছে ট্রাক
বাতাসে উড়ছে হলুদ শুকনো পাতা
ময়লা নম্বরী নোট।

আমার ভেতরে পাথর ভাঙছে কেউ
ফুল ফুটছে দিনরাত।

কবি নামে লোকটা

ড্রিল-মেসিনে হাত রেখে যে দাঁড়িয়ে থাকে
প্রকৃত কবি বলতে সে-ই
শুকনো আকাশ ফুটো ক'রে
ইচ্ছেমতো বর্ষা আনে
যদিও তার কোন জলের প্রয়োজন নেই
যদিও তার কোন ধান-জমি নেই
জোতদার বা বর্গাদার
কিছুই সে নয়।

গমকলের সুইচে হাত রেখে যে দাঁড়িয়ে আছে
প্রকৃত কবি কিন্তু সে-ই
তার মেসিনের ফোকরে এক-ব্যাগ গমদানার মতো
এক-আকাশ মেঘ ঢেলে দিলে
অন্যদিকে রোদ হয়ে ঝরে পড়ে
অথচ সে মেঘ ভাঙিয়ে প্রতি কেজিতে
একটি পয়সাও পায় না।

কবি নামে লোকটা আত্মঘাতীর মতো কোনদিন
নিজের বুকেও ড্রিল বসায়
গমকলের ফোকরে ঢুকিয়ে দেয় নিজেকে
দিতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
অথবা চূর্ণ অস্তিত্ব বেরিয়ে আসে
অনিবার্য এইসব দুঃখ ছাড়াও
সে হল্লা করে রাতভর
পাগল অথবা মাতালের মতো।

উল্লুক

প্রণয় ব্যর্থ হলে মাঠে আর শস্য থাকে না
ধানে লাগে পোকা
নিষ্ফল জলসেচ, বীজ বোনা চাষীদের
স্বপ্নের আল ভেঙে রাতারাতি যেন
ক্যানেলের জল যায় অন্য কারো খেতে।

পেতে ? কাছে পাওয়া এত সোজা নাকি
মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক টিয়া
উড়ে যেতে কিছু বলে
বিষণ্ণ সেই ডাক
হয়তো প্রণয় !

প্রকৃত প্রেমিক যায় বিরহের হাতে হাত রেখে
বিকেলে বেড়াতে
শস্যহীন মাঠ জুড়ে চলে অবিরাম
শস্যের আরাধনা
রোগপোকাদের
বিপক্ষে লাগাতার সংগ্রামও থাকে।

কেবলি উল্লুক চায় হৃদয়ের জলছবি পেতে
সীসের অক্ষরে
ব্যর্থকাম হলে
না-ছাপা কবিতা ছিঁড়ে তীক্ষ্ণ নখরে
টুকরো করে ওড়ায় বাতাসে
কখনো বা বানপ্রস্থে যায়।

চেয়ার টেবিল কিংবা কবিতা

ভালোবাসার কাণ্ড থাকে, পাতাও থাকে
সময় হলেই তার ফুল কি ফল
ছায়াও ছায়
কিন্তু শিকড় নেই এক মিলিমিটারও।

ঈশানী বাতাসে যায় যায় শুনে
চোখের জানলা বন্ধ করি
যেহেতু জেনেছি
ভালোবাসার পায়ের নিচে
এক গ্রাম-ও মাটি নেই।

গাছ পড়লে কাঠ হয়
কাঠের থেকে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি
কিন্তু ভালোবাসা পড়ে গেলে
একটি কবিতা ছাড়া
আর কিছুই থাকে না।

যাবো জাদুঘরে

বস্তুর ভিতরে পথ, পথে দিন যায়
ক্লান্ত হলে টানে ফের বস্তুর শরীর
স্বপ্ন ইচ্ছা ভালোবাসা, সে-ই সব খায়।
বাইরে বিনম্র বড়ো, সোনালি জরির
পোশাকে যেমন নারী, রূপের গরিমা
কেবলি পতঙ্গ টানে। কাছে যেতে হারি
পাথরে মোহিনী রূপ, হৃদয় শোণিমা
পেতে রোজ ভেঙে চলি রক্তের খোয়ারি।

শরীর আত্মাকে পোষে, বস্তু তা জানে না,
ক্রমে যেন ভুলে যাচ্ছি আত্মার বাড়ির
গলি কি রাস্তার নাম, সঠিক বর্ণনা;
প্রিয় ফুল, প্রিয় নারী, সমুদ্র-খাড়ির
এত কাছে সূর্যোদয়, —সব যায় সরে,
ক্রমে কি পাথর হবো, যাবো জাদুঘরে?

বাদামদানা

চীনেবাদাম ভাঙার মতো দু'আঙুলে ভাঙবে জীবন
এতই সোজা
না গো মশায়, সরল তা নয়
সে কী তোমার খাসতালুকের
গরিব প্রজা
যে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে
জানু পেতে
বলবে, হুজুর, দয়ার সাগর
বসতবাটি ক্রোক কোরো না।

অথচ এই জীবন কেমন
বাদামদানার মতোন খাঁটি
একটুখানি সদয় হলে
বুকের কাছে টেনে নিলে
পদ্মফোটার মতোন খোলে
পাপড়িগুলি পরিপাটী।

পিঁপড়েরা

কবি যাকে ছন্দ বলে সে কখনো অন্য অর্থে আত্মহত্যাকারী
জন্মচক্রে আবর্তিত, মানুষের মতো সেও পুনর্জন্ম পায়
পুনরায় ছন্দ গড়ে, ভাঙে তা-ও, ছন্নছাড়া পিঁপড়ে কি তাই
সারি গড়ে, ভাঙে সারি, যেন এক আঁকাবাঁকা সর্পিল নদীর
তটরেখা বরাবর এই যাত্রা, অনন্তের পথে পাশাপাশি
অনুভবে অনুরূপ, যেন বা অক্ষর, মাত্রা, স্বরাঘাত থেকে
ছিন্নতন্তু জাতকের মতো প্রায় নির্বিচারে ছিঁড়েছে বন্ধন
অবশেষে মুক্তসত্তা, অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি দু'চোখ ফেরানো।

ছন্দ ভেঙে যেতে নাকি তার প্রতিমাও ভাঙে, যে-কোন প্রতিমা
পিঁপড়ের হৃদয়ে কি সেরকম দেবীরূপ, কল্পিত স্বরূপা
নীলকান্ত সাগরের বুক ছিঁড়ে যেরকম আলোকবর্তিকা
জাহাজের প্রয়োজনে, অনিশ্চিত তুচ্ছ এক প্রাণের বন্দরে
কে রেখেছে আলো জ্বেলে, সে কি নিজে, অন্তর্গত নাকি তা আলেয়া
অথবা তা রুটিন মহড়া, প্রবৃত্তির পিচ্ছিল অন্ধ গুহায় ?

অনন্ত প্রবাস

দূরে থাকি, কলকাতা থেকে দূরে অনন্ত প্রবাসে পড়ে আছি
লোলুপ মাছির মতো উড়ে উড়ে বসা
চিঠির বাক্সের গায়ে, যদি আসে চিঠি
ঠিকরে পড়ে যদি কারো হৃদয়ের আলো
'কতোদিন আসো নি যে, একবার এসো'
কখনো উদ্বেগ ঝরে একমুঠো বালির মতোন
'দিনকাল ভালো নয়, দূরে আছো, সাবধানে থেকো।'

এ-দূরত্ব দূর নয়, অনতিক্রমণীয় কেন হবে
ভোরবেলা তুলে নিয়ে মেলগাড়ি যায়
পৌঁছায় দুপুরের খাবার-টেবিলে
আবার রাত্রে সেই অভিভাবকের
হাত ধরে ফিরে আসি, বলি
কাঁপা ঠোঁটে বলি যেন, 'বিদায় কলকাতা
দেখা হবে আমাদের, আবার নিশ্চিত দেখা হবে'
রাত কিছু ঘন নয়, ট্রেন থেকে নেমে যেতে শুনি
রিকসার চেনা ধ্বনি, চেনা স্বর কারো
'মতিবাবু, ফিরছেন নাকি'
লেপমুড়ি ঘুমে পথ, ছায়া-ছায়া লোহার শহর
খাঁচার পাখির মতো ব'লে ওঠে, 'যাও
বেশি রাত কোরোনাক, কাল যে এ-শিফট, মনে আছে?'

অনন্ত প্রবাসে আছি, চারপাশে আমারি শিকড়
উর্ণনাভের মতো জাল পাতে
হাতে পায়ে বুকে লাগে শিকড়ের টান
নিজেকে কেবলি ভাবি, কোন এক বৃন্তচ্যুত ফলের মতোন
কবে যেন, কতোদিন আগে যেন গাছ থেকে খ'সে
সময়ের জলস্রোতে এইখানে ভেসে
ধুলোমাখা, কীটদষ্ট হয়ে পড়ে আছি।

ফুল পুড়লে

ফুল পুড়লে ঘন্টি বাজিয়ে দমকল আসে না
বাড়ি পুড়তে আসে
ফুল ফুটলে মানুষের ছোটাছুটি, হাসি, গান
রৈ রৈ প্রজাপতি-কলোনী
তলোয়ার হাতে ছুটে আসে প্রেমিকেরা
যেন মধ্যযুগ থেকে
কে আগে, কার দাবি
কোন্ কবরীতে কার ?

ফুল ঝরলে কোথাও শোকসভা হয় না
ছুটি হয় না অফিসে ইস্কুলে
বরং ফুলেরাই
গাছ ছেড়ে সটান চলে যায় তার বুকে
যেদিন খই ছড়িয়ে একা একা
কেউ যায় অনন্ত প্রবাসে।

ফুল পুড়লে হৃদয় পোড়ে, দমকল আসে না।

হাড়ের মানুষ

ধাতব বৃক্ষতলে জানুবদ্ধ আমাদের দিন
বোধন, অর্চনা।

হলুদ, স্বর্ণাভ বৃক্ষ তার উষ্ণ তরল শাখায়
ধরে রাখে উজ্জ্বলতা, ফল
চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ মায়াবী হরিণ
যে-কোন মুহূর্তে তারা আশ্রমবাসিনী
রূপবতী রমণীর সহচরী হবে
এইখানে ধাতব-আশ্রমে
অকস্মাৎ যারা আসে, সেইসব বিদেশী কুমার
বৃক্ষের চুম্বকটানে সমাহিত থাকে
স্বরাজ্যে ফেরার কথা মনেও থাকে না।

অভিজ্ঞান যথারীতি আঙুলেই থাকে।

প্রণয়ের অম্লরসে এভাবেই জারিত কুমার
মেদ মজ্জা শূন্য হ'তে
হাড়ের মানুষ হয়ে যায়

কেয়ার অব গাছতলা

তার ঠিকানা বলতে কালচে সবুজ ঝাপুর ঝুপুর
একটা গাছ
থোকা থোকা আঙুরের মতো যেখানে হলুদ ফুল
বারোমাস রোদে ও বাতাসে
বারোমাস জলে ও বিদ্যুতে
গাছতলায় একটা মানুষ
তাকে পিওন চেনে না, চেনে কিছু পাখি
চালচুলোহীন, সারাদিন ডাকাডাকি
হৈ-হল্লা লেগেই থাকে।

লোকটার চোখে ডাঁটি-ভাঙা চশমা, সুতোয় বাঁধা
ছেঁড়া জামা ও ধুতি, মাথায় গামছা
কাঁধে ঝোলাঝুলি
যাতে সাপের খোলস থেকে শুখা রুটি
সব পাওয়া যায়।

তার সামনে রাস্তা, লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া
মিছিল ও পতাকা
তার সামনে ফিল্মের চিত্ররেখা ও সুধন্য বচ্চন
ঋতুসক্ত কুকুরেরা
কখনো চলমান টাঙা থেকে মাইকে আহ্বান
বন্ধুগণ,......

কবেকার চশমা, কতযুগ আগেকার চোখ
চোখে রেখে লোকটা দেখছে সারাদিন
দেখছে অনেকদূর
মানুষের ভিতর অবধি।

বাঙ্গার এ কোন্ বাগান

(শ্রীমনোজ মিত্রকে)

কেবলি জীবনের শব্দ, রক্তের আঁশটে ঘ্রাণ
এ কোন্ বাগান আপনি মানুষের বুকে দেখালেন
স্বপ্নের মতো যেন অলৌকিক ফুলে ও পাতায়
ছেয়ে আসা আমের বউলে
পাখিরাও শিস্ দিয়ে ডাকে, যাকে খুশী
শুধু শিস্, নাকি শব্দ হৃদয়ের
একদা সে শ্রমজল স্বপ্নজল থেকে
উদ্ভূত কার যেন প্রাণের বিদ্যুৎ
মাটির গভীরে গিয়েছিল
এ কি তার উত্থান, প্রসারিত ফণা
বৃদ্ধ বাঙ্গার হাতে ফলিডল, শোনে একমনে
জাতকের সনির্বন্ধ অনুনয় যেন :
যেয়ো না গো, কোথাও যেয়ো না।

কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ, অপমান জ্বালা
আমাদেরও
চতুর্দিকে এত শব্দ, জীবনের ঘ্রাণ
মরে যেতে কোনদিন আমাদেরও হয় না যে মরা
এই পুনরুত্থান
বাঙ্গার এ কোন্ বাগান আপনি
আমাদের রক্তে জাগালেন।

তোমরা এখন

পদ্মপাতার মতো মসৃণতা তোমাদের আছে
তুমুল শ্রাবণ তাকে কোনদিন পারে নি ভেজাতে
কেবলি করেছে টলমল
একটি কি দু'টি জলকণা
অনুকম্পা পেতে তারা আশ্চর্য হীরক হয়ে গেছে
ফিরিয়েছো নির্বিশেষে দর্পণের মতো
যাবতীয় আলো
যা গিয়েছে মধ্যদিনে তোমাদের দিকে।

যাবতীয় রুক্ষতার বিপ্রতীপ কোণে
তোমরা এখন
মেঘ নিয়ে হিম নিয়ে পাহাড় শিখর
কখনো বা অতল অর্ণব
গভীর পাথুরে খাদ ঢাকো
পিচ্ছিল মসৃণতা কি অপার লাবণ্য ছাড়া যেন
জীবনের ভাগফলে অন্য কিছু বিকল্প থাকে না
এই জেনে গেছ।

রেখে যাচ্ছি

তোমাদেরই জন্যে এই সুরভিত স্বপ্নের বাগান
কতোদিন ঘুমজল স্বপ্নজল স্বেদজল ঢেলে
অইসব উদ্ভিদ্ বাঁচিয়ে রেখেছি
নির্মূল করেছি সব আগাছাকে, জানি
সুন্দরের সঙ্গ চায় সুন্দর কেবলি
এই প্রেম-মনস্কতা সেইসব দিনের আশায়
সময়ের অতি তীব্র অনাস্থা কি ঘৃণা থেকে উঠে
তোমরা বেড়াবে হেসে, হাতে হাত, চোখে চোখ রেখে
এই আমি যেদিন থাকবো না।

কতোদিন রোদেজলে, নির্ঘুম রাতেও আমি অক্ষর গেঁথেছি
রক্তের সমূহ তাপ শব্দের শিরায়
ঢেলে তা'কে হিম থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি—
প্রতিবার শীতের আগেই
ধুনুরীর মতো আমি পুরনো তুলোর থেকে নতুন উত্তাপ
উদ্ধার করেছি
তোমাদের জন্যে শুধু, জানি
স্বপ্ন ছাড়া তাপ ছাড়া ভালোবাসা ছাড়া
কিবা দেবো
আর কিছু, অন্য কিছু দেওয়ার ছিল না।

সেলাইকল

সন্ধ্যায় কে যেন এসেছিল বরাকর থেকে, বলে গেছে
আবার আসবে, আট তারিখে, সকালেই, যেন থাকি
পার্থর পৈতে মার্চের চার, যেতে হবে
তপন ও সবিতা কার্ড দিতে এসেছিল
মিঠুর বিয়ে সামনের বুধবার
অমরেশবাবু চিঠি দিয়েছেন, চেক-আপের জন্যে
এ-মাসের চোদ্দ থেকে ষোল কলকাতায় থাকবেন।

হিমঝরার মতো কেবলি দিন, একেক তারিখ
যেন ক্যালেণ্ডারে চাঁদমারি
কাঠবেড়ালীর মতো তরতর করে
মগডালে উঠে যাচ্ছে রোদ
ছাপ্পান্নটা পাকাচুল তুলে টুপুর বলে :
দেখ মা, বাপি কতো বুড়ো হয়ে গেছে
ভাবছি চব্বিশে রবিবার, তেইশে ও ছাব্বিশে ছুটি
মাঝের পঁচিশে একটা সি.এল নিলে দিব্যি··

মাঝরাতে একেক দিন অদ্ভুত একটা সেলাইকলের শব্দ শুনি
সুতোর বদলে তারিখ, তারিখে তারিখে কে যেন
সেলাই করছে আমাকে
নতুন পুরনো কাপড়ে ফুটো ফাটায় দিচ্ছে তালি
মনে আছে কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগেই
তুমি বলেছিলে
তোমার সব মনে থাকে, সব তারিখ, শুধু
ভুলে যাও একটা দিন

বছরে একবার, মাত্র একবারই যা আসে
ববিনে সুতো জড়িয়ে ছিঁড়ে যেতে মনে পড়ে
মনে পড়ে যায়
আজ বিশে জ্যৈষ্ঠ, আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

মোমবাতি

মোমের কঙ্কাল হাত ছুঁতে চায় তাকে
ও কী তার অন্তর্গত আলো
অতিমৃদু, আত্মমগ্ন হৃদয়ের থেকে
যা গিয়েছে একদিন
হয়তো বা ঝ'রে গেছে নিশীথের হিমের মতোন
শব্দহীন, একা
নিভন্ত মোমের বাতি
নির্বাপিত আলো।

নির্বাপণ? তবে যে বস্তুর আত্মা অবিনাশী জেনে
এই চোখ অন্য চোখে করেছে গমন
এই হাতে অন্য হাত চেয়েছে নির্ভর
এই ঠোঁট অন্য ঠোঁটে খুঁজেছে বকুল
শব্দে, গানে, অলৌকিক মন্ত্র উচ্চারণে
তবে কেন একদিন
প্রতিদিন কেন?

দহনের পরও থাকে আরেক দহন
উত্তীর্ণ মৃত্যুর পর যেরকম অনন্ত মহিমা
মানুষের মানুষীর
মোমের হৃদয় থেকে উৎসারিত বিশুদ্ধ আবেগ
সেরকমই দূরে যায় নাকি
হয়তো বা যায়
নক্ষত্রসমান দূরে একদিন উদাসীন যায়
—পুনর্জন্ম পেতে?

প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে

অশ্বখুরে লেগে আছি অকিঞ্চিৎ ধূলির মতোন
বটফল-রঙা মেঘ, উড়ে যেতে ফের ঝরে যাই
উঠে আসি পুনরায় করুণ কিশোর মুখ নিয়ে
কখনো বা শীতের সন্ধ্যায়
নদীতীরে কুয়াশার মতো জমে উঠি
নদীতীর, প্রিয়নারী, স্মৃতি
আর্দ্র হ'তে ফিরে যাই নিজস্ব গুহায়
ভাবি
ধূলি নয়, হিরণ্যকণার মতো এ-জীবন
হয়তো বা ধূলির ভিতরে।

প্রলয়ের মুখে ওড়ে শালপাতা, দিনরাত্রিগুলি
উড়ে যাই গতির চুম্বকে
ঘুমেরও আকাশে পাখি, তার দুই ক্লান্তিহীন ডানা
জানি
অমর কিছুই নয়, কিছুই থাকে না শেষে প'ড়ে
গতির পোশাক খুলে দাঁড়ালেই যেন
হাহা করে ছুটে আসে উলঙ্গ আঁধার
প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি
মহেঞ্জোদারোকে ফিরে পেতে?

জল

কৃষকের শীর্ণ হাত কতোদূর যাবে, কতোদূরে জলের আলেয়া
আলো নাচে
রুখু মেঘ উড়ে যায়
মেঘ, নাকি মরুর নিশান
আদিগন্ত মাঠ ফালা ফালা, যেন সীতা, কয়েক লক্ষ সীতা
পাতালে নেমেছে
রামায়ণ-পালা শেষ, তবু কেন মানুষের আর্ত জিজ্ঞাসা
জল কই? জল দাও, জল
উদ্যত সহস্র হাত, লক্ষ হাত, ছোটে মানুষেরা
পাইপের গভীরে আঁধারে
ছোটে জলাধারে, খালে বিলে, ইঁদারায় বালতি নামায়
দলিলে দস্তাবেজে খোঁজে জল, খোঁজে তাকে পরিকল্পনায়
ফিডার-ক্যান্যালে
ছুটে যায় বিশ্বব্যাঙ্কে
নেই
সাপের খোলস যেন, পড়ে আছে নদী, সাপহীন
কৃষকের শীর্ণ হাত কীভাবে ভিজবে সেই জলে
প্রিয় জল, যা গিয়েছে বহুদূরে, পিছু হ'টে হয়তো বা সেই
সুজলা সুফলা এক কবির বাংলাতে।

একফোঁটা জল নেই, অথচ গভীর জল, ছলছল
কুমিরের চোখে
একদানা শস্য নেই, অথচ শস্য ছিল
'প্রতিশ্রুতি' নামে সেই স্বপ্নের খামারে
এই দিন ভালোবাসা-হীন, তবু কী গভীর ভালোবাসা
বেতারে ও দূরদর্শনে

জল কি জানে না
ও কি মূর্খ, অন্ধ, বধির, নাকি খেয়ালী, উন্মাদ
জল কি বোঝে না
কেন এত লেখালিখি, এতসব তদন্ত কমিটি
জনসেবা দরিয়ায় প্রেমের টর্নেডো
কেন স'রে যায় জল, উপেক্ষায় সুন্দরীর মতো
নাকি জানে, সব বোঝে কোথায় ছলনা
রোমশ দীর্ঘ হাত লালসার, কী যে চায়, কেনই বা বুকের ভিতরে
ক্রমাগত সরে জল
মানুষের দুঃখে ও অপমানে নাকি ?

শালপাতা

উড়োজাহাজের মতো উড়ছে শালপাতা
দড়িতে বেঁধে নিয়ে বাতাসী সুড়ঙ্গপথে ছুটছে ছেলেটা
যেন এইমাত্র বিমানটা ছিনতাই করেছে
যেখানে নামার কথা সেই ডাস্টবিনে, বিমান বন্দরে
লাউঞ্জে অপেক্ষমাণ ওর মা ওর ভাইবোন
ফুটো অ্যালুমিনিয়ামের থালায় জড়ো করেছে সব্জী-টব্জী
বড়বাড়ির ফেলে দেওয়া পচা আলুর টুকরো
বেগুনের ডাঁটি ও শাকপাতা
ও-পাড়ার বুড়ো ভিখিরিটা আজ খাবে
আজ ওর সম্মানার্থে মহাভোজ
পাঁচতারা হোটেল দ্য ঝুপড়িতে।

উড়োজাহাজের মতো উড়ছে শালপাতা
হাহা করে হাসছে ছেলেটা
কমাণ্ডোর হাসি, যেন
মুক্তিপণ না দিলে ওই সযাত্রী বিমান
ধ্বংস করবে বিস্ফোরণে
টুকরো হয়ে উড়ে যাবে
অন্তর্গত মূল্যবান যন্ত্র ও মানুষ।

মুক্তিপণ ? কার
নিজেরই মুক্তিপণ ছেলেটা চেয়েছে ?

দরজি পারে

একমাত্র দরজি পারে কোন মানুষকে সহজে বদলাতে
তার হাতে সেলাইকল, কাঁচি ও সুতো
এবং বোতাম
নীল লাল হলুদ কালো ইত্যাদি নানা রঙের ছিট্‌কাপড়
ইচ্ছে হলে লোকটা
যে-কোন রঙের যে-কোন ছাঁটের যে-কোন পোশাক
যে-কোন মানুষের জন্য যে-কোনদিন
তৈরি করতে পারে
খুব চেনা মানুষটা তখন বদলে গিয়ে একগ্লাস
টলটলে রঙিন পানীয় হয়ে যায়।

একমাত্র দরজি পারে কোন মানুষকে সহজে বদলাতে
তার হাতে ইউনিভার্সিটি, কলকারখানা, খেতখামার
শেয়ারবাজার, আদালত, সংবাদপত্র
সংসদ ও দূরদর্শন
ইচ্ছে করলে যে-কোন মাপের পোশাক যে-কোন মানুষের জন্য
রাজী না হলে লোকটাকে হয়তো
জন্মদিনের পোশাক পরেই ফিরে যেতে হবে গুহায়
আদিম অন্ধকারে।

ভাঙা ছবি : শব্দহীন

আগুন জ্বালে নি কেউ, ঝলসে গিয়েছে ডালপালা
নিচু হয়ে সারাঘরে বৃথাই খুঁজেছি মরা কাঠি
চোখের ভিতরে মেঘ, থরো থরো, তবু এত জ্বালা
জল নেই, টুপটাপ ঝরে পড়ে অজস্র জোনাকি।

পাহাড় ভাঙার শব্দ, এরিয়েলে ভাঙছে পাথর
বুদ্ধের মূর্তি যেন, অ্যানটেনায় বসে আছে কাক
নড়ে যায়, ভাঙে ছবি, কাকেদের কি-বা আসে যায়
পাথর চেপেছে বুকে, শব্দহীন এ-ছবি নির্বাক।

পাখির পালক যেন এই মন ছুঁয়ে গিয়েছিল
অথচ গভীর ক্ষত, নদীরেখা, জলের আলেয়া
পড়ন্ত বেলায় নাচে, ভূগোল জানে না জলবায়ু
মনে পড়ে যায় তাকে, মনে পড়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল।

রক্ত নেই একফোঁটা, জখম হয়েছে তবু মাটি
শালপাতা আর কতো, কতোদিন সে-ক্ষত লুকোবে
ভোর এলে মনে হয় আগুন লাগার দেরি নেই
মনে হয় এই শুধু, শালবন ছিন্নভিন্ন করে।

ভাঙা ছবি : ভাঙা নৌকাগুলি

আঙুলে আঙুল ছোঁয়া, একদিন দু'জনে ছুঁয়েছো
জড়িয়েছো যেরকম স্বর্ণলতা বাকলে জড়ায়
অনিন্দ্য তোমার কান্তি, চন্দ্রকলা বাড়ে দিনে দিনে
মৃতবৃক্ষ কষ্ট হয় তোমার প্রেমিক মেনে নিতে।

সরল ঘাসের বনে চোরকাঁটা সেদিন ছড়ানো
সেইসব ঘাস নেই, কবে তারা হারিয়ে গিয়েছে
অথচ কাঁটার মতো আজো বেঁধে সেই পথে যেতে
সে কী স্মৃতি, নাকি একখণ্ড কোন সমাধি-ফলক?

সেইদিন চলে গেছে, ভাঙা ইঁটে নুড়ি ও ধুলোয়
কলহাস্যে মর্মরিত সে-অরণ্যে কখনো যাবো না
বাঁক নিতে মন্থরতা, দেখা হয় চকিতে গোপনে
চুপে বলি : ভালো থেকো, আমার অসুখ সারবে না।

থাক তবে মুলতুবী হৃদয়ের একান্ত শব্দেরা
একদিন যারা ছিল সেতুবন্ধে খুব কাছাকাছি
মাঝিমাল্লা কে কোথায়, খেয়াঘাটে জলটুঙি আলো
বাতাসের হাহাকারে পড়ে আছে ভাঙা নৌকাগুলি

এত স্থির, স্বপ্নেও কাঁদে না

মাঠের হৃদয় আছে, সেখানেও আলোর প্রপাত
স্মৃতির আলের পথে একদিন কতো যাতায়াত
পাখিদের মানুষের কখনো বা ঢোঁড়া খরিশের
মাঠ কি ভুলেছে সব ? তুমিও কি মাঠের মতোন ?

শিকড় ছিল কি কিছু ? কাঁকর-বালিতে ভরা মাটি
মাথা তুলে বলেছিলে : নির্জনতা আমার হৃদয়
বিদায়ের ক্ষণে আজ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ো কেন
তন্তু ছিঁড়ে যেতে হবে ? কাঁকর-বালিতে এত টান ?

টবে ঝাউ, হাওয়া দিলে, কেন যে দুঃখে ভেঙে পড়ো
গুঁড়ো গুঁড়ো নুন ওড়ে, নুন, নাকি রক্তের কণিকা
কাছে কি সমুদ্র ছিল ? কোনদিন ? এখন মাটির
কঠিন বন্ধনে বাঁধা, এত স্থির, স্বপ্নেও কাঁদে না।

সুন্দর মরে না

স্বর্গ নাকি ছিল কাছে, নিঃশ্বাসের দূরত্বের চেয়ে
বুঝি নি কখনো আগে, দেখেছি নিষেধ ঝুলে থাকে
ভুল করে ছুঁয়ে দেখি ফুলের মতোন কাঁটাতারে
ভালোবাসা লেগে থাকে শিশির যেমন ঘাসে ঘাসে।

বাঁক নিতে পারে তাই নদী নামে স্রোত আজো বেঁচে
সরলরেখায় যেতে এ-জীবন লবণবিহীন
নিশ্চিন্ততা ক্রমাগত গভীর কূপের দিকে টানে
বাসুকীর ফণা দোলে, নাকি প্রেম দেয় হাতছানি।

বিষাদের কথা থাক, আজ হোক আনন্দের গান
এরোড্রোম প্রতীক্ষায়, কেউ বুঝি নামবে ওখানে
রেলিঙে নরম বুক, ছুঁয়ে যায় ভিন্‌দেশী হাত
অন্ধের আঙুল নাকি? পুড়ে যায় অগ্নিময় বোধে।

সুন্দর কোথায় থাকে শিল্প তা বলে না কারো কাছে
সব পাতা উন্মোচিত, নিরুত্তর অক্ষরের সারি
কোমল অধর স্তন আঁখি নাভি জঘন গরিমা
আকস্মিক উন্মাদনা, খসে পাপড়ি, সুন্দর মরে না।

জন্মবৃত্তান্ত

রাত্রে যেসব ফুল জন্মায় তাদের সকলেই প্রায় শাদা
রঙিন মানুষেরা দীর্ঘদিন এসব লক্ষ্য করেছে
এবং এ-ও তাদের অজানা নেই যে
সেসব ফুলেরা প্রত্যেকেই সুগন্ধি।

মিশমিশে অন্ধকারে শাদা ফুল কীভাবে জন্মায়
সে-রহস্য অন্ধকার কিংবা ফুল
কেউই জানে না।

একজনই জানে
সব রঙ সব আলো চুরি ক'রে যে নাকি রাজার মতো
দিন হয়ে আসে।

এবং আরো একজন
যে নাকি মানুষের স্বপ্ন আশা প্রেম ইত্যাকার যাবতীয়
রঙ ও আলো শুষে নেয় অবলীলায়
নিয়ে বড় হয়।

আত্মপ্রকাশ

সুখতলা ভেদ করে জেগে আছে উদ্ধত পেরেক
ঘুমনোর কথা ছিল চামড়ার নিবিড় আঁধারে
যেমন ঘুমোয় কতো খণ্ড ছিন্ন ধাতু ও পাথর
মাটির আড়ালে
কোনদিন উঠবে না ভেবে
কোনদিন জাগবে না জেনে
তবু জাগে একদিন খরস্রোতা নদীর কুঠারে
তবু ওঠে একদিন বাতাসের ক্ষুধিত ঘর্ষণে
মানুষের নিবিড় প্রয়াসে
যেন অবিরাম ব্যবহারে, ক্রমাগত জীর্ণ হ'তে হ'তে
অকস্মাৎ ঘটে জাগরণ।

বিন্দু বিন্দু রক্তের ক্ষরণ
পেরেকেরও মুখে
সুখের আড়াল থেকে সুখতলা থেকে উঠে আসা
যেন শেষবার
কবে এক পশুহত্যা হয়েছিল বলে
জন্মান্তরের
সুগভীর যন্ত্রণায় প্রতিবাদী, প্রতিশোধকামী
এই তবে আত্মপ্রকাশ?

বারুদ ঘুমিয়ে আছে

বারুদ ঘুমিয়ে আছে যেন স্বপ্ন-কাতর প্রেমিক
আশ্লেষে জড়াতে চায় নিষ্ঠুরতা অথবা শিল্পকে
যেন ঘুম ভেঙে গেলে সেই হবে একটি কবিতা
যেন ঘুম ভেঙে গেলে তার হাতে রক্তাক্ত ছুরিকা।

নিরবধি সেই সত্য, ত্রিশূল কিংবা ক্রুশ কাঠ
যন্ত্রণায় কাঁপে যেন, কোন্ দিকে খেয়া নৌকা যায়
কোন্ পারে চিতা জ্বলে কোন্ পারে উৎসবের মেলা
মাঝে সত্য কলস্বিনী বহে চলে কালে কালান্তরে।

কোথায় বা শুরু তার কোথায় বা শেষ হয়ে গেছে
দুর্ভেদ্য রহস্য আজো, যা-কিছু প্রতীয়মান তাকে
মনে হয় সে-ই সত্য, সে-ই যেন উপকূলরেখা
যেখানে উজ্জ্বল রোদ, উড়ে যায় শাদা পায়রারা।

সেই পাখি

পাথরেও নড়াচড়া, একদিন তরলে আগুনে
দৃশ্যত কঠিনতা, আগুন যায় নি নিভে তবু
পাথরের ভাঁজে ভাঁজে আজো যার আঙুলের ছাপ
সেই তাপ সেই শিখা বুক ভেঙে আজো যা পাবে না।

স্থিরতা কেবলি পোড়ে, ভস্মহীন ক্রমাগত ক্ষয়
সুখময় চঞ্চলতা কে যে নেয় স্থিরতা জানে না
সে কেবলি আত্মমগ্ন, ছবির পাখির মতো ব'সে
ছবির পাখির মতো নিরুত্তাপ বসন্ত বেলায়।

খাঁচার দুয়ার খোলা, সেই পাখি যায় না ভিতরে
খাঁচার দুয়ার খোলা, সেই পাখি ওড়ে না আকাশে
এত গাছ ডালপালা ভুল ক'রে বসে না সেখানে
ব্যাধের উড়ন্ত তীরে তার বুক কাঁপে না সন্ত্রাসে।

শাদা

দেয়াল জুড়ে অতটা শাদা ভালো না
চোখ নাক মুখ বুক নাভি যেন র‍ঁদার প্রসিদ্ধ নমুনা
যেন কোনার্কের যক্ষিণী
পাথরের নগ্নতা থেকে উঠে এসে
দেয়ালের শাদার আড়ালে চলে গেছে

একটু চুনবালি খসা ভালো
শাদা দেয়ালে ইতস্তত একটু-আধটু দাগ
ময়লা হাতের কি রক্তের কি কোন অবোধ বালকের
অহেতুক শিল্পচর্চা
একটু কলঙ্ক থাকা ভালো
যেন মনে হয়
নীরক্ত শাদার ভেতরে একদিন
হয়তো বা এসেছিল একটু রঙিন
একটু কালোর মতো কোনখানে
হয়তো বা
আজো আছে কবেকার গোপন হৃদয়।

সমর্পণ

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মহাকাশযান নামছে
সামনেই টেবিল-ল্যাম্পের বর্তুল আলোর মাঠ
প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস ঘর
আর আমি
এই মুহূর্তে চেয়ারে-বসা একটা অচেনা মানুষ
ভিন্‌গ্রহের জীব
যেন সংকেত পাওয়া মাত্রে
ঝিঁঝিঁর শব্দের গুহা ছেড়ে উড়ে যাবো
ছায়াপথের দিকে।

একটা কবিতা শেষ হয়ে এল
কিছুক্ষণের মধ্যেই অলৌকিক সেই মহাকাশযানে
আমাকে যেতে হবে মহাশূন্যে
ভারহীন, সংগীতের মতো
দ্রুতগামী আলোর কণার মতো ছুটে যেতে হবে
যেতে হবে চেনা পৃথিবীর থেকে
রক্ত-মাংস-ক্ষুধা থেকে
অন্য এক রক্ত-মাংস-ক্ষুধার জগতে।

এখন শুধু প্রতীক্ষা
এখন শুধু প্রস্তুতি
একটা সম্পূর্ণ কবিতার কাছে নিঃশর্ত সমর্পণের।

চুল্লি

চুল্লির ভিতরে ওই আগুনের খেলা, ফুটন্ত তরল কাছে টানে
কোটি নক্ষত্রের যৌথ দীপান্বিতা, অথবা তা
শিশুর সফেন কল্লোল
যে-প্রবাহে জেগে আছে মানুষ, কীটাণুকীট
সুবিখ্যাত মন্থনের গরল ও অমৃত
জেগে আছে রাত্রি ও প্রভাত, তুলসীমঞ্চ ও নৃশংসতা
আমাদের মুখ ও মুখোশ আবহমান।

কতোদিন কতো শতাব্দীর মানুষের উন্মুখ হৃদয়
চেয়ে আছে চুল্লির নির্গম পথের দিকে
নিবিষ্ট ধাত্রীর মমতায়
ভাঙাস্বপ্ন ছিন্নশাখা বৃক্ষের ছায়ায়
এত কাছে সমুদ্রগর্জন
এত কাছে জীবন্ত জীবন
রুদ্রের সংহারে তবু দিনশেষে রাখালিয়া বাঁশির সুরে
লুব্ধ হতবাক্ এই আমি, এই তুমি, এই আমাদের
মিলিত অঙ্কুর
জীবন জীবন
একদিন গলন্ত ধাতুর ক্রোধে ছিটকে এসেছিল বাইরে
প্রশ্ন করেছিল কে, এত জ্বালা যন্ত্রণার কে সেই জনক
মুক্তির জ্যোতির্ময় আলো গুহামুখে
কে জ্বেলেছে আদিম চিতাকে ?

ঢের ভালো শুরু করা, আবার নতুন করে শুরু
তোমরাও শুরু করো হে সুদর্শন পেচকের মতো নক্ষত্রেরা
অগ্নির অংশীভূত, উঠে এসো প্রবাহের থেকে
ডাকো, যে যেখানে সমাসীন মগ্ন সন্ন্যাসী

স্মৃতি নিয়ে দুঃখ নিয়ে ইতস্তত ; চূর্ণ পাথর
তুলে নাও উত্তাপ আদিম সত্তার
একদিন অনায়াসে দিয়েছিলে যা-কিছু দেওয়ার
দাও পুনর্বার
নির্গম পথের শেষ প্রান্তটিতে এসে
প্রসারিত করতল, বলো : হে জীবন
চুল্লির ভিতরে আনো নতুন আগুন
বিশুদ্ধ ধাতুর স্রোত, —পুণ্যতোয়া গঙ্গা যেমন।

দীপান্বিতা

খাঁখাঁ মাঠ আঁধারের, হাসে দেবী নৃমুণ্ড-মালিনী
স্তূপাকার পদ্ম জবা, তবু রক্তে আগুনের শিখা।

দুই করতলে পুণ্য, বারকোশে নৈবেদ্য নিটোল
নাকি ফাটা সান্‌কিতে ধোঁয়া-ওঠা টগর টগর।

হিম-ঝরা সংশয় ঘিরে জ্বলে ঝুলন্ত হ্যাজাক্
সদ্যস্নাত ছাগশিশু কাঁদে ঠিক শিশুদের মতো।

মহামন্ত্রে শব জাগে, এলোচুলে জেগেছে শ্মশান
বিস্ফোরণে কম্পমান কারা জাগে দেবীর ভাসানে

এই বাঁচা : ক্লান্ত পরবাস

স্থির জলে ছুঁড়েছো পাথর, ভেবেছো কি আমি
জলীয় বৃত্ত হয়ে উপকূলে অভিমুখে স'রে স'রে যাবো
উথাল পাথাল
জল ও বাতাসে খেলা, প্রলয়ের নৃত্যনাট্য বুঝি শুরু হবে
নিচু হয়ে ক্রমশ আকাশ
মানী কোন পক্ককেশ অভিভাবকের
চিবুক ছোঁয়ার মতো সনাতনী ভূমিকায় ছুঁয়ে যাবে জল
ঋষিকল্প কমণ্ডলু কারো
ছিটোবে শান্তিজল
আহা, যেন শান্ত হয় বুকের তুফান
যেন নীল-রাত্রি আনে দিন অবসান
যেন
অজস্র সম্ভাবনা অশ্বখুরধ্বনি হয়ে ইতিহাস থেকে ছুটে আসে
দখল কি হবে গড়
মোড় নেবে কিছু
ডানা-মুড়ে-বসা-পাখি, শেষবার আকাশে ওড়াবে
পাথর ছুঁড়েছো জলে এতসব ভেবে
ভেবেছিলে নীরবতা, অতিহিম বরফের মতো
যা জমেছে এই বুকে গুঁড়ো হয়ে যাবে
নোঙর ছেঁড়ার তীব্র যন্ত্রণায় কেঁপে
বন্দরের নাড়ি ছিঁড়ে নোনাজলে ভাসবে জাহাজ
সপ্তডিঙা মধুকর কতোদিন পরে
অতিদূর লবঙ্গের দ্বীপমুখে যাবে ?

প্রতিকূল সময়ের অবিরাম আঘাতে আঘাতে
কীভাবে মানুষ হয় স্থির শান্ত জল

•

আনুগত্য তার
এক আধার থেকে টানে, নিয়ে যায় অন্য আধারে
পদার্থবিদেরা জানে? ভৌতশাস্ত্র জেনেছে কি রহস্য আড়াল
নিয়ন্ত্রিত সত্তার গমনাগমন
জ্যামিতিক নকশা নেই, অদৃশ্য শাসনে
চেতনাকে ভেঙেচুরে, তাপ চুরি ক'রে যেন করেছে তরল
পিপাসার মুহূর্তে যা কণ্ঠ টানে
দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের মতো
খরার প্রান্তর যাকে নিঃশেষে চেয়েছে
সে কি আমি? সে কি তুমি
অস্থিহীন জেলিমাছ এই শতাব্দীর
দাসানুদাসের চেয়ে আরো-কিছু দাস হ'তে চেয়ে
এই দিন, জীবন-যাপন
শম্বুকের সুরক্ষায়, অথবা সে প্রথম-শোণিত-দেখা কুমারীলজ্জায়
স্বেচ্ছায় নিয়েছি তুলে আত্মগোপন
ঠিকানার মধ্যে থাকা ঠিকানাহীনের
এই সমর্পণ
ফোঁটা ফোঁটা যন্ত্রণার জলবিন্দু হয়ে
এই বাঁচা, ক্লান্ত পরবাস।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি এই বুকে ছিল একদিন, আজো যা আকাশে
অসংখ্য সাঁকোর মতো দিনরাত্রি পার হ'তে হ'তে
শূকর প্রজন্মে কারা এল
অতি তুচ্ছ কীট থেকে শ্রেষ্ঠতম মানুষেরও যৌন-উৎসব
সুখ দুঃখ হিংসা দ্বেষ নাগরদোলায়
প্রচুর ভ্রমণ হ'ল
নবজন্মে কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে
আবার শোকের ঢেউ, শাখাচ্যুত হ'ল ফুলফল

আশ্বাসের সূর্য উঠে ডুবে যায় গোধূলিবেলায়
যে যুবক মধ্যরাতে মশালের আয়নায় দেখেছিল মুখ
সে আজ শীতের হাঁস হয়ে
উড়ে যায় বিরুদ্ধ শিবিরে
শোধনবাদের ধ্বজা, তেজারতি উষ্ণতার খোঁজে
সেবাব্রতী শকুনের লালা ঝরে, নির্বাচন কেবলি গড়ায়
এই ইতিহাস
গভীর গভীরতম বঞ্চনা ও প্রেম
উড়োখই মানুষেরা উড়ে পুড়ে খাক্
প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরে
একনিষ্ঠ ষণ্ড যেন ব্রতী সব মানব কল্যাণে।

এর চেয়ে ঢের শান্তি পাথরে ও জলে
দুই মৌল আদি সত্তা, মাঝে জ্বলে পবিত্র অনল
জন্মহীন মৃত্যুহীন বিস্ময়ের সিংহদুয়ার
যেন রাজবাড়ি
এইখানে দ্বান্দ্বিক সমূহ চেতনা
এইখানে বীর্যমুখ সংখ্যাতীত জন্মগ্রহণের
এইখানে চিতা জ্বলে মহাশ্মশানের
তছনছ দশদিক, এ কোন্ বৈশাখী
রক্তিম পদ্মযোনি, বসেছে মৌমাছি
পাপপুণ্য ঘনীভূত, সমন্বয়ে অদ্ভুত স্থিরতা
পাথর পাথর
জল আর জল
রেখেছি যুগল পদ ওই শান্ত পাথরে ও জলে
সমর্পিত দুই হাত কঠিনে তরলে
দুই চোখে দুই ফোঁটা অগ্নিকণা জ্বেলে
এ যদি সমাধি বলো, তাই মেনে নেবো
এ যদি উত্থান হয়, হোক্ তবে তাই

'স্থিতাবস্থা ভাঙো' বলে একদিন ভেঙেছি নিজেকে
দায়বদ্ধ যে-চেতনা ছিল
তাই নিয়ে পুনরায় স্থিরতার দিকে পদক্ষেপ
মঙ্গলে, অমঙ্গলে, যুগপৎ কুসুমে আগুনে কি ধ্বংসে-নির্মাণে
সুদূর উৎসের দিকে ভগ্ন আশা ঢেউ ভেঙে নাবিকের মতো
সুনিশ্চিত এই যাত্রা
স্থির জলে, স্থিরতম সত্তায় যদি ওঠে একদিন মহাপ্লাবনের
অশুভ সংগীত
মনে রেখো সে তার নিজের
অন্তর্গত বিন্দু-বিন্দু মোক্ষণের ডাক
আর কারো বেদনা কি ভালোবাসা নয়।

লিস্ট

'হাউসফুল' লেখা কোন নোটিশ ঝোলে না সেখানে
এক আকাশ তারা আছে তো কী
আরো কয়েক লক্ষ কি অর্বুদ সংখ্যায় ফুটতে পারে
নতুন নতুন তারা
যেহেতু অন্তহীন কি সীমাবদ্ধ
সেই প্রসঙ্গে 'বুনো রামনাথের' ন্যায়শাস্ত্রে না ঢুকে
নতুনের জন্যে স্থান করে দেয় আকাশ।

মাটিতেও একটা ঘাসের পাশে আর-একটা ঘাস
হ'তে হ'তে স্টেপভূমি
একটা গাছের পাশে আরেকটা গাছ প্রায় সমান উচ্চতায়
এভাবেই ক্রমে আমাজনের অরণ্য
কার কী আসে যায় যদি কোন উদ্ভিদ্
উড়ে এসে বসে আরেকটি উদ্ভিদের পাশে।

একমাত্র সাহিত্যের কারবারী মহাজন ওরফে ভূমিমাল
জায়গা ছাড়ে না।
একতিল স'রে না গিয়ে বলে
'ওই দেখুন, দেয়ালে ঝুল্ছে লিস্ট, দেখে নিন
কারো মৃত্যু হলে লাইনে দাঁড়াবেন
তার আগে না।

গাড়লেরা

ওরা চেয়ার টেনে জানান দেয় উঠতে বসতে
দু'লাইন রচনার আগে
দু'শো লাইন ভূমিকার অকারণ বাহানা জুড়ে দেয়
খচ্চর শব্দেরও অর্থ বোঝাতে পাদটীকা রাখে লেখার শেষে
ভুল শব্দে লেখককে বোঝায়
কোথায় তার লেখার ভুল কি অজ্ঞানতা
ওদের নিজস্ব পদ্যে কি গদ্যে বুকের ঘড়ঘড়ানি শুনে
এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল দেওয়া ছাড়া আর
বিকল্প থাকে না।

ওরা মানে গাড়লেরা কিন্তু দারুণ সেয়ানা
ঝোপ বুঝে কোপ মারতে সাক্ষাৎ অর্জুন
তিসি কি রেড়ি কি সরষে
কোন্‌টা যে কখন জরুরী
সে ফলিত বিদ্যার সময়ানুগ প্রয়োগে
এক দণ্ডও দেরি করে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

আগমার্কা ন্যাকামির এ-যুগেও বেঁচেবর্তে আছো
যেরকম বেঁচে থাকে অতি ঘোর নাস্তিকের গৃহে
বারোমেসে ঘণ্টা-পুরুত
স্বর্গে ও পতিকূলে গোপন আঁতাতে
বধূহত্যা পীড়নের মিক্ গ্যাসে যেরকম দূষিত হয়েছে পরিবেশ
অথবা যেমন প্রতিটি বিবাহ শুভ মধ্যবিত্ত বাঙালি-জীবনে
মার্ক শাগালের তুলি যেরকম চড়া লাল নীল ও সবুজে
এঁকেছে উড়ন্ত গরু,
অদ্ভুত বেহালা হাতে ভাসমান প্রেমিক প্রেমিকা।

সেরকমই বিপরীতে, তবু তুমি পঁচিশে বৈশাখে
ভুবনডাঙার মাঠে আজো
আমাদের ভ্রষ্টাচারে প্রতিবাদ কখনো করো নি
গলায় নিয়েছো মালা সেইসব মানুষের থেকে
কবিতার থেকে যারা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যায় শেয়ারবাজারে
কিংবা যারা প্রমোশন পেতে
হাত ধরে নিয়ে যায় বোন কি বধূকে
নিশীথের অন্ধকারে সাহেবের ঘরে
একটি বোতল কিংবা দশ টাকা পেলে
নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা আনে
মাইকের বেশ্যামুখ চুম্বনের ছলে
বলে : হে আমার দুঃখী স্বদেশ, ভুলো না কখনো
এই দেশ রামমোহনের ও বিদ্যাসাগরের
এই দেশ শ্রীরামকৃষ্ণের ও বিবেকানন্দের
এই দেশে একদিন মধু, বঙ্কিম
রবীন্দ্র শরৎ এসে জন্ম নিয়েছিল।

পঁচিশে বৈশাখ এলে ওরা আসে
উঠে আসে গিরগিটি, আরশোলা, মেঠো ইঁদুরেরা
আবৃত্তি কি অভিনয়ে অনায়াস নৈপুণ্য-সঞ্চারী
ঋতুরঙ্গে ও পথ-নাটিকায়
শুরু হয় আমাদের বাৎসরিক বিশুদ্ধ তামাশা
তুষার-শুভ্র শ্মশ্রু ঋষিপম ওই দীর্ঘ দেহটিকে ওরা
দেয়ালের হুক থেকে খুলে ফের মঞ্চে ঝোলায়
স্তব্ধবাক্ তুমি ছাখো বৃহন্নলা তোমার ভক্তকে।

তবু তোমার কবিতা আজো এই ধ্বস্ত ক্লান্ত জীবনেও
শান্তি বৃষ্টি আনে—অশনিসংকেতে
আনব শক্তি হয়ে সীমান্তের প্রতিরোধে নামে
সেবিকার মতো সে-ই শুশ্রূষায় রোগীর শিয়রে
তোমার সংগীতে
যেন ধুয়ে যায় মলিনতা, ধ্বংস হয় প্রতিকূল ইচ্ছার বীজাণু।

যে যেমন সেখানেই থাকে, শুধু কথা, নষ্ট নারীর উরু খোলা
গল্প ফুরোয় তবু ছলনার নটেশাক মুড়োয় না যেন
পঁচিশে বৈশাখ আসে প্রতিটা বছর একইভাবে
ঢোলা-হাতা খাদির পাঞ্জাবি ও পাজামায় সেইমতো ভক্ত যুবক
হ্যালো-শ্যাম্পু মেঘচুলে দীক্ষিতা যে গায়িকা যুবতী
সুরে ছন্দে নৃত্যে নাট্যে উচ্চকিত রাখে
হে কবি, তোমার স্মৃতি—, আর
শূন্য-কুম্ভ-সংস্কৃতি স্বদেশীয় সার্কাসের তাঁবু।

সত্তরের যুবক-কবি

(শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—)

সত্তরের যুবকের হাতে কবিতার খাতা, নাকি উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র
খাড়া স্পাইনাল কর্ড, টেলিস্কোপিক দুই চোখ
উনি লক্ষ্য করছেন সূর্যের আন্তর বিস্ফোরণ
ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে শব্দের পর শব্দ
ভালোবাসা, বেদনা ও ক্রোধ
যেন রেডিও-অ্যাকটিভ আলফা বিটা ও গামা-তরঙ্গ
যিনি তিলফুলে দেখেছেন তিলোত্তমা
কালো দিয়ে তিনিই এঁকেছেন শাদা-কে
তান্ত্রিক সিদ্ধযোগী ? নখে লাল দাঁতে লাল
নাকি অদ্ভুত প্রেমিক, ছত্রিশ রাগিণীতে যার সমূহ উচ্ছ্বাস
উনি কি নীলকণ্ঠ
সময় ও জীবনের অবিরাম মন্থনে উদ্‌গত হেমলক
সানন্দে ধারণ করেছেন নিজকণ্ঠে
নিজস্ব জখ্‌মীদিলে এবং কবিতায়।

চতুর্দিকে মারী বীজ, আমাদের ভ্রষ্টাচার এবং স্খলন
অতুলন
বার্লিনের মতো অবিশ্বাস্য, তবু নিশ্চিত পতন মানুষের
পণ্যা নারীর যোনি ও আকাশ জুড়ে উড়ন্ত শকুন
অসংখ্য ভূপালের পরিবেশ দূষণের গাঢ় স্তব্ধ অমা
ভেদ করে ওই কার জ্যোতির্ময় দিব্য কণ্ঠধ্বনি বেজে ওঠে
যেন শাপভ্রষ্ট ঋষি এক গভীর আহ্বানে
বীজমন্ত্রে ডাক দেন মানব-আত্মাকে
'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে।'

হে মনস্বী কবি
ক্লেদ গ্লানি রক্ত পুঁজে পচা-গলা এই সমাজের
ধূসর গোধূলি হ'তে আজ
অমৃতস্য পুত্রাদের কে করে উদ্ধার
সে কোন্ ব্রাহ্মণ
সে কোন্ চণ্ডাল
কার কণ্ঠে মুক্তির পাঞ্চজন্য শঙ্খ উঠবে বেজে
প্রাতিস্বিক দৈন্য থেকে ঊর্ধ্বে উঠে কে জ্বালাবে পূত অগ্নি
মহাপ্রাণ আলো
তোমার কবিতা? অন্তর্গত শব্দ সে কি, নাকি
শব্দাতীত, কালাতীত স্বর্গীয় সংগীত
সদ্য-ফোটা ফুল কিংবা শিশু যার প্রকৃত তুলনা
সে তোমার, একমাত্র তোমারই তা মরমী হৃদয়।